

💵 সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৫৫৫

৩৪/ রক্তমূল্য (كتاب الديات)

পরিচ্ছেদঃ ১৯. ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ-এর দিয়াত

بَابٌ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ

আরবী

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بِنِ تَابِتِ، فِي النَّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً. قَالَ أَبُو حَايِّدُ قَلَ أَنْ عُجْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقِّ وَالْأَنْثَى حِقَّةٌ، لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَدَعٌ وَجَذَعَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعةِ فَهُو رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَّةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعةِ فَهُو رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعةِ فَهُو رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعةِ فَهُو رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُو بَازِلٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُو مُخْلِفٌ مُكَانِ البَّهُ وَطَلَعَ فَهُو بَازِلٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُو مُخْلِفٌ مُكَانِ الْبَدُّ وَطَلَعَ فَهُو بَازِلٌ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عَامٍ، وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامِيْنِ، إِلَى مَا زَادَ، وَقَالَ التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُو بَازِلٌ عَامِيْنِ، وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفٌ عَامَيْنِ، إِلَى مَا زَادَ، وَقَالَ النَّاسِعْةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُو بَازِلٌ عَامِيْنِ السَّنَةِ الْمَوْرَةِ فَهُو مُخْلِفُ عَامٍ وَمُحْلِفٌ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامِيْنِ وَلَكُمْنَ وَالْلَامُ وَيَوْكَ عَامَوْنَ الْمُونَ الْمُعَنِّقُ الْمُونَانِ الْمُعَمِّى وَلَاكُ أَلُونَ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَلِي الْمُعْرِفِي عَشَرَةً أَلْوَ مَا إِنَا الْمُعَنْ فَهُو تَنِيَّ وَلَاللَّ اللَّهُ عَلَى الْهُو حَاتِمٍ وَالْ أَبُو وَالْمُ مَعْمُ وَا إِذَا أَلْقَى تَنِيَتَهُ فَهُو رَبَاعٌ وَقَالَ أَبُونِ عَلَيْنَهُ فَهُو رَبَاعٌ وَقَالَ أَبُو وَاللَّ الْمُعَنَّ فَهُو وَالْمُ الْمُولَ وَاللَّا الْمَوْ وَالْمُ الْمُولَ وَاللَّهُ وَاللَّا الْمُعَنَّ الْمُعَلِقَةُ وَلَا أَلْقَى تَنِيْتَهُ فَهُو تَنِي وَقَالَ أَبُونَ اللَّو عَلَى أَبُولُ اللَّهُ وَالِكُونَ إِلَا أَلْقَى تَنِيْتَهُ فَهُو وَالَعَى عُشَرَاهُ فَهُو وَ الْمَالِ الْمُعَلِي اللَّوَ الْمُعَلِقَ

صحيح الإسناد

বাংলা



৪৫৫৫। যায়িদ ইবনু সাবিত (রাঃ) সূত্রে কঠোর দিয়াত সম্পর্কে বর্ণিত। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[1] সনদ সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূ উবাইদ প্রমুখ বলেছেন, যখন কোনো উদ্রী চতুর্থ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন পুরুষ উটকে বলা হয় হিক্কুন এবং স্ত্রী উটকে বলা হিক্কাতুন। কারণ, তখন ঐ উট বা উদ্রী বাহনোপযোগী ও ভারবাহী পশুতে পরিণত হয়। যখন তা পঞ্চম বছরে পদার্পণ করে তখন পুরুষটিকে জাযউন ও স্ত্রীটিকে জাযআতুন বলা হয়। যখন তা ষষ্ঠ বচরে পদার্পণ করে এবং তার উপর ও নীচের মাড়ির সামনের দিকে দু'টি করে মোট চারটি দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে সানিয়ুন ও ছানিয়্যাতুন বলা হয়। যখন তা সপ্তম বছরে পদার্পণ করে তখন যথাক্রমে রাবাউন ও রাব'ইয়্যাহ বলা হয়।

যখন তা অষ্টম বছরে পদার্পণ করে এবং সামনের চারটি দাঁতের পরবর্তী দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে যথাক্রমে সাদীস ও সাদাস বলা হয়। যখন তা নবম বছরে পদার্পণ করে এবং তার দাঁত পুনরায় ওঠে তখন তাকে বাঘিল বলা হয়। আর যখন দশম বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে মুখলিফ বলা হয়। এরপর নির্ধারিত কোনো নাম নেই বরং এক বছর বেশী হলে বাঘিলে 'আম ও দু' বছরের বেশী হলে বাঘিলে 'আমাইন বলা হয়। অতঃপর এক বছর হলে মিখলাফে 'আমাও দু' বছর হলে মিখলাফে 'আমাইন বলা হয়, অতঃপর এভাবে নামকরণ করা হয়।

নাদর ইবনু শুমাইল (রহঃ) বলেন, এক বছর হলে বিনতু মাখাদ, দু' বছর হলে বিনতু লাবুন, তিন বছর হলে হিক্কাহ, চার বছর হলে জাযা'আহ পাঁচ বছর হলে সানিয়ু, ছয় বছর হলে রাবা', সাত বছর হলে সাদীস, আট বছর হলে বাযিল বলা হয়। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূ হাতিম ও আল-আসমাঈ বলেন, জাযা'আহ হচ্ছে সময়, তা বয়স নয়। আবূ হাতিম (রহঃ) বলেন, কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেন, সম্মুখের দাঁত পড়ে গেলে বলা হয় রাবা'উন।

আর মাড়ির দাঁত পড়ে গেলে বলা হয় সানী। আবূ উবাইদ (রহঃ) বলেন, উদ্রী গর্ভবর্তী হলে খালিফাহ বলা হয়। আতঃপর দশ মাসের পূর্ব পর্যন্ত তাকে খালিফাহ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যখন দশম মাসে পদার্পণ করে তখন তাকে উশারা বলা হয়। আবূ হাতিম (রহঃ) বলেন, যখন উপর ও নীচের মাড়ির সামনের দু'টি করে দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে সানিয়ান বলা হয়। আর যখন চারটি দাঁত পড়ে যায় তখন তাকে বলা হয় রাবা'উন।

English

Narrated Abu Dawud:

Abu Dawud and others have said: When a she-camel enters fourth year, the female is called hiqqah, and the male is called hiqq, for it deserves that it should be loaded and ridden. When a camel enters its fifth year, the male is called Jadha' and the female is called Jadha'ah. When it enters its sixth year, and sheds its front teeth, it is called thani (male) and thaniyyah (female). When it enters its seventh year, it is called raba' and raba'iyyah. When it



enters its ninth year and cuts its canine teeth, it is called bazil. When it enters its tenth year, it is called mukhlif. Then there is no name for it, but is called bazil'am and bazil'amain, and mukhlif'am and mukhlif'amain, upto any year it increases. Nad d. Shumail said: Bint makhad is a she-camel of one year, and bin labun is s she-camel of two years, hiqqah is a she-camel of three years, jadha'ah is a she-camel of four years, thani is a camel of five years, raba' is a camel of six years, sadis is a camel of seven years, and bazil is a camel of eight years.

Abu Dawud said: Abu Hatim and al-Asma'i said: Al-Jadhu'ah is a time when no tooth is growing. Abu Hatim said: Some of them said: When it sheds its teeth between front and canine teeth, it is called raba' and when it sheds its front teeth, it is called thani. Abu 'Ubaid said: When it becomes pregnant, it is called khalifah, and it remains khalifah for ten months; when it reaches ten months, it is called 'ushara', Abu Hatim said: When it shed its front teeth, it is called thani and when it sheds its teeth between front and canine teeth it is called raba'.

ফুটনোট

[1]. এর পূর্বেরটি দেখুন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী 🛘 বর্ণনাকারীঃ যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন